কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৫. পলীয় ত্রিত্ববাদ (Trinity)-এর প্রকৃতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৫. ২. ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা

ত্রিত্ববাদ বা (Trinity) অর্থ (the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead): এক ঈশ্বরত্বের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তির মিলন। এর ব্যাখ্যায় ঈসায়ী ধর্মগুরুগণ বলেন:

There is exactly one God. There are three really distinct Persons - Father, Son, and Holy Spirit. Each of the Persons is God. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Father is not the Holy Spirit

(http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml)

“একজন ঈশ্বর বিদ্যমান, সম্পূর্ণ পৃথক তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তিনজনের প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্রআত্মা ঈশ্বর। পিতা পুত্র নন, পুত্র পবিত্র আত্মা নন, পিতা পবিত্র আত্মা নন।”

কিভাবে সম্পূর্ণ তিনজন পৃথক ব্যক্তি একজন হলেন তা কখনোই ত্রিত্ববাদীরা বুঝতে বা বুঝাতে পারেন নি। হয়ত খৃস্টান প্রচারক আপনাকে বলবেন, যেমন মাংস, অস্থি ও রক্ত তিন বস্তু দিয়ে মানব দেহ; তেমনি পিতা-পুত্র-পবিত্রআত্মার সমন্বয়ে আল্লাহ! সম্ভবত তিনি জানেনও না যে, এ কথা বলার সাথে সাথে ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস অনুসারে তিনি কাফির হয়ে গিয়েছেন! কারণ ত্রিত্ববাদে পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মা এক ঈশ্বরের তিন অঙ্গ বা অংশ নন; বরং প্রত্যেকে পৃথক ঈশ্বর! আচ্ছা বলুন তো মাংস, অস্থি ও রক্তকে কি বলা যায় প্রত্যেকেই পৃথক মানুষ! সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা?!

ত্রিত্ববাদ বিষয়ে বিবিসির খৃস্টধর্ম বিষয়ক ওয়েবসাইটের ভাষ্য:

The Trinity is a controversial doctrine; many Christians admit they don't understand it, while many more Christians don't understand it but think they do. .... The doctrine of the Trinity is one of the most difficult ideas in Christianity, but it's fundamental to Christians ... This idea that three persons add up to one individual seems like nonsense. And logically, it is. (www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml)

“ত্রিত্ববাদ একটি বিতর্কিত মতবাদ; অনেক খৃস্টানই স্বীকার করেন যে, তারা তা বুঝেন না। অন্যান্য অধিকাংশ খৃস্টান তা বুঝেন বলে ধারণা করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে তারা তা বুঝেন না। .. ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস খৃস্টধর্মের সবচেয়ে কঠিন বিশ্বাসগুলির অন্যতম; যদিও খৃস্টানদের জন্য এটি মূল বিষয়। তিনজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একক

ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছেন-এরূপ ধারণা ননসেন্স বা নির্বোধ প্রলাপ বলেই প্রতীয়মান হয়। আর যুক্তির বিচারে তা নির্বোধ প্রলাপই বটে।"

আর এ 'ননসেন্স' নিয়েই বিগত দু হাজার বৎসর ধরে খৃস্টানদের যত দলাদলি ও খুনোখুনি। 'অবতারবাদ' বা মানুষরূপে ঈশ্বরের (God incarnate) বিশ্বাস হিন্দুধর্মেও রয়েছে। হিন্দুরা খুবই সহজভাবে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। এর ব্যাখ্যা চাইলে তারা অতি সহজে বলবেন যে, ঈশ্বর মানুষ রূপে এসেছিলেন.... ইত্যাদি। খৃস্টানগণ যীশুকে ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আল্লাহর একত্ব, ঈসা মাসীহের প্রেরিতত্ব (রাসূলত্ব) ও মনুষ্যত্ব বিষয়ক কিতাবুল মোকাদ্দসের এবং ঈসা মাসীহের অগণিত সুস্পষ্ট বক্তব্য বাতিল করে 'ত্রিত্ববাদ' প্রমাণ করতে যেয়ে তারা গলদঘর্ম হয়ে পড়েন।

'তিনে এক'-এর 'ননসেন্স' ছাড়াও আরো সমস্যা আছে। পলীয় ধর্মে যে নতুন দুজন ঈশ্বর আবিষ্কার করা হলো তাদের প্রকৃতি নিয়ে তাঁদের সমস্যার অন্ত নেই। পুত্র ঈশ্বরের প্রকৃতি: মানুষ যীশুর সাথে পুত্র ঈশ্বরের সমন্বয় কিভাবে? মানুষ যীশু কিভাবে এবং কখন থেকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্র? জন্ম থেকে না পরবর্তী কোনো সময়ে? তাঁর মধ্যে কয়টি সত্ত্বা বিদ্যমান ছিল? একটি? না দুটি? তৃতীয় ঈশ্বর 'পবিত্র আত্মা'র উৎস কী? প্রথম ঈশ্বর না প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ঈশ্বর? প্রকৃতপক্ষে কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ফলে একজনের ব্যাখ্যার সাথে অন্যজনের ব্যাখ্যা মিলে না। খৃস্টধর্মের অগণিত দল উপদল ও যুদ্ধ বিগ্রহ মূলত এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই। আগ্রহী পাঠক যে কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া বা ইন্টারনেটে নিম্নের বিষয়গুলি দেখুন:

Chalcedon, Council of; Syrian Orthodox Patriarchate of Antioch, Nestorius; Nestorian, Monarchianism; Paul Of Samosata, Trinitarian heresies, Modalism, Tritheism, Partialism, Adoptionism, Arianism, The Filioque fracas, Schism...

কোনোভাবে এ সকল 'ননসেন্স আকীদা' বুঝাতে না পেরে তারা এখন বলেন: (the Trinity of Persons being conceived as an irrational truth found in revelation) তিন ব্যক্তির ঐক্য আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান একটি অযৌক্তিক সত্য। অর্থাৎ বিষয়টি অযৌক্তিক, তবে যেহেতু আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান তাই বিশ্বাস করি।

তাদের এ কথাটি অসত্য। খৃস্টানগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ত্রিত্ববাদের কথা বাইবেলে কোথাও বলা হয় নি। (Trinity) শব্দটিতো দূরের কথা, এ আকীদায় যা বলা হয় সে বিষয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসে, ইঞ্জিল শরীফে, শিষ্যদের পত্রে কোথাও পরিষ্কার কিছু নেই। নিজেরাই বলছেন, এ বিষয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসে স্পষ্ট কিছুই নেই। আবার বলছেন, কিতাবে আছে বলে বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করি!

তাঁরা বলেন, এ বিষয়ক কিছু ইঙ্গিত বাইবেলে বিদ্যমান। আমরা আগেই বলেছি যে, বুদ্ধিমান-নির্বোধ সকল মানুষের জন্য বিশ্বাসের বিষয়টি পরিষ্কার করতেই নবী-রাসূলগণ আগমন করেন। কাজেই যে বিশ্বাসের উপর মুক্তি নির্ভর করে সে বিশ্বাস কখনো ইঙ্গিত হতে পারে না। সর্বোপরি, কিতাবুল মোকাদ্দসের সুস্পষ্ট ও ব্যাখ্যাতীত বক্তব্যের বিপরীতে ইঙ্গিত নামের অপব্যাখ্যাকে কিতাবের শিক্ষা বলা যায় না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11167

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন